আল্লাহ্ কি নারী/পুরুষের জন্য "ভূমিকা/কাজ" বর্ণনা করেছে?

না! এমন কিতাবের আয়াত নেই যা নারী ও পুরুষের মধ্যে ভূমিকা বন্টন করে। কিতাব কখনোই বলে না যে, "নেতৃত্বদান পুরুষের" এবং "রান্না করা নারীর" কর্তব্য। সত্যিকার অর্থে, যে কোন কাজ অভ্যন্তরীনভাবে পরিবর্তনশীল। যে কোন ব্যক্তিই এই কাজ করতে পারে। সাংস্কৃতিক ধারা অনুযায়ী কোন কাজকে প্রায়শই পুরুষ বা নারীর হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ঈসায়ী নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কিছু মানুষ কার্যক্ষেত্রে ভুমিকার সংজ্ঞা বদলে ফেলেছে, নেতৃত্বদানকে লিঙ্গের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

মূল শব্দ
কাজ
মানুষ যা যা করে

নারী ও পুরুষের কাজের নমুনা প্রশ্ন:

রান্না করা কার কাজ?
এয়ার প্লেন চালানো কার কাজ?
বাচ্চাদের পড়ানো কার কাজ?
বিছানা করা কার কাজ?
মাঠের ঘাস পরিষ্কার করা কার কাজ?
বাচ্চাদের ডায়াপার পরিষ্কার করা কার কাজ?

রেস্টুরেন্টে রাধুনী হওয়া কার কাজ?
ফ্যাক্টরিতে কাজ করা কার কাজ?
অসহায়দের সাহায্য করা কার কাজ??
একটা শহর, রাষ্ট্র বা জাতি পরিচালনা কার কাজ?
খবর পাঠ করা কার কাজ?
অর্থায়ন সংক্রান্ত কাজ কার কাজ?

বাচ্চাদেরকে শৃঙ্খলা শেখানো কার কাজ?
কাপড় সেলাই কার কাজ?
বাগান/চাষ করা কার কাজ?
ঝুড়ি তৈরি করা কার কাজ?
মোনাজাত করা কার কাজ?
সুসমাচারের সাক্ষী হওয়া কার কাজ?

"ভূমিকার সীমাবদ্ধতা"র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..

অধিকাংশ পুরাতন জামাতের ফাদার'রা বিশ্বাস করতেন পুরুষেরা নারীদের উপরে অবস্থান করে। ১৯৬০ সনের পূর্বে সমস্ত কিতাবীয় ভাষ্য এমন,"পুরুষই প্রথম এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। নারী দ্বিতীয় এবং অন্যের অধীন।" কিন্তু ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমে নারী অধিকারের আন্দোলন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং নারীরা শক্তিশালী আওয়াজ তোলেন। ধর্মতাত্ত্বিকেরা অনুভব করেন সংস্কৃতির কারণে ঊর্ধ্বতন/অধস্তন শব্দার্থগুলির পুনঃবিবেচনা প্রয়োজন। ধর্মতত্ত্ববিদেরা ভেবেছিলেন তারা পুরুষতান্ত্রিক ভাবে চলতে পারে, কিন্তু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে, নুতন নিয়ম নারী ও পুরুষের ভূমিকার শিক্ষায় পুস্তকটি, ঈসায়ী প্রধান যাজকদের একটি নুতন পরিভাষা শিখায়... " নারী ও পুরুষ সমান, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন।" লেখক বলেছিলেন নারীরা প্রকৃতিগতভাবে অধস্তন নয়, কিন্তু তারা ভূমিকায়, কার্যক্ষেত্রে, এবং কতৃত্বে অধস্তন। শীঘ্রই, ধর্মতত্ত্ববিদেরা নারীদের ভূমিকা চিহ্নিত করেন, নির্ধারণ করেন এবং তা সীমাবদ্ধ করেন। তারা নারীর ভূমিকার অধীনতাকে স্থায়ী করে তুলেছিলেন, এবং অনেকে সমর্থন লাভের জন্য এটিকে ত্রি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রচার করেছিলেন।

ত্রিত্ব আল্লাহ্ চিরন্তন অসম (অধীনস্থ)? কি?!

লেখক আরও দাবি করেন নারী/পুরুষ "ভিন্ন", অর্থাৎ "অসম।" তিনি তার এই বক্তব্যকে প্রমাণ করতে ত্রি-তত্ত্বে নারী/পুরুষের ত্রি-তত্ত্বে'র "ভূমিকার অধীনতা" সাথে তুলনা করেন। তিনি পিতা, পুত্র, ও পাক-রূহের স্থান নির্বাচন করেন এবং দাবি করেন আল্লাহ্ চিরকালই অসম ছিলেন ক্ষমতায়, কতৃত্বে, এবং ইচ্ছায়। বর্তমানেও অনেক সুপরিচিত কিতাব শিক্ষকেরা দাবি করেন "পিতা আজ্ঞাকারী" আর "পুত্র পালনকারী"(যা আমরা আরোগ্যদানে দেখতে পাই) অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী। সুতরাং সে সকল কিতাব শিক্ষক হতে সাবধান হোন যারা পুরুষের আধিপত্য রক্ষা করার জন্য এবং নারীদের বশ্যতা বজায় রাখতে ত্রি-তত্বকে বিকৃত করেন।

আল্লাহ্ পুরুষ ও নারীকে জৈবিকভাবে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন, কর্মক্ষেত্রে নয়

উপসংহার

ত্রিত্বকে একা ছেড়ে দিন! ধর্মতত্বের নির্ভূল ব্যাখ্যা করতে "ভূমিকা/কাজ" একটি ভয়ানক উপায়। পুরুষ ও নারী নিশ্চিতভাবে গুণে সমান, এবং জৈবিকভাবে নিশ্চিতভাবে আলাদা, আল্লাহ্ যেমন চেয়েছেন তেমন দিয়েছেন এমন নয়। আল্লাহ্ নারী ও পুরুষ উভয়কেই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতে সৃষ্টি করেছেন (পয়দা ১:২৮)!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?